দৈনিক সংবাদ

তারিখ 0? 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

62

নিয়মিত ক্লাস নেবার আবেদন সম্পর্কিত চিঠির প্রতিবাদ

বিগত ২২-৩-৮৯ তারিখে 'সংবাদ' পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে জনৈক ছাত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে "নিয়মিত ক্লাস নেবার আবেদন" শিরোনামে যে চিঠিটি ছাপা হয়েছে আমরা তার দৃঢ় প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রকাশিত চিঠিতে পশুপালন অনুষদের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে যে সব মন্তব্য ও তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, তা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। ঘটনার সাথে পশুপালন অনুষদের চতুর্থ বর্ষের কোন ছাত্রীই জড়িত নয়। চিঠিটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে লেখা হয়েছে। সুস্থ ও সচেতন ছাত্রী হিসেবে আমরা উক্ত চিঠির বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

পশুপালন অনুষদের চতুর্থ পর্বের ছাত্রীবৃন্দের পক্ষে :

১। সুলেখা রানী বসু, ২। নাসিমা বেগম, ৩। নাসরিন সুলতানা, ৪। রেহানা রহমান ও ৫। ফেরদৌসী বেগম।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষার নম্বর প্রদানে বিলম্ব

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক (পাস) ১৯৮৭ (১৯৮৮ সনে অনুষ্ঠিত) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশ এতো দিনেও নম্বরপত্র না পাওয়ায় উচ্চ শিক্ষার্থে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারছে না। ফলে তাদে নিয়মিত সেশনে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভর্তি হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এমনিতেই সেশন জটের কারণে নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষাঙ্গন হতে বের হওয়া যায় না। তার ওপর যদি নম্বরপত্র দিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিলম্ব করে তাহলে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ আরো বেশী অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

তাই অনতিবিলম্বে সকল নম্বরপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহে পাঠিয়ে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

প্রদীপ কুমার রায়
ফকিরপাড়া, দিনাজপুর।

দুইজন পরীক্ষার্থীর রহস্যময় এবং অবৈধ বহিষ্কার প্রসঙ্গে

১৯৮৯ সালের (চলতি) এস এস, সি পরীক্ষায় আমার বিদ্যালয় হইতে অংশগ্রহণকারী দুইজন পরীক্ষার্থী যথাক্রমে মাসুদা বেগম রোল-বৈদ্যের বাজার নং ১৫০০৮২ ও মোসাম্মাৎ রাজিয়া সুলতানা রোল-বৈদ্যের বাজার নং ১৫০০৮৩ কে গত ২৫।৩।৮৯ তারিখে জানান হয় যে, গত ২০-৩-৮৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ গণিত-এর পরীক্ষায় তাহাদের উত্তরপত্র পাওয়া যায় নাই বিধায় তাহাদেরকে বহিষ্কার করা হইল।

ঘটনার প্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য যে, গত ২০-৩-৮৯ তারিখে সকাল ১০-০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ১-০০ ঘটিকা পর্যন্ত সাধারণ গণিতের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সমস্ত খাতাপত্র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাধ্যমে যথাস্থানে জমা হয়। তখন কোথাও কোন খাতা পাওয়া যায় নাই বা হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী বা কোন কর্মকর্তাকে অবগত করানো হয় নাই। অতঃপর ২১।৩।৮৯ তারিখে উক্ত কেন্দ্রে কোন পরীক্ষা ছিল না। তার পরদিন অর্থাৎ ২২-৩-৮৯ তারিখ সকাল বেলা যথাসময়ে ভুগোল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং উল্লেখিত পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। সেদিনও তাহাদেরকে বা কোন কর্মকর্তাকে বিগত ২০-৩-৮৯ তারিখে কোন উত্তরপত্র হারাইয়া গিয়াছে মর্মে অবগত করানো হয় নাই বা পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হয় নাই। অতপর ২৩/৩।৮৯ এবং ২৪।৩।৮৯ তারিখে পবিত্র শবে-বরাত উপলক্ষে পরীক্ষা বন্ধ থাকে। এর মধ্যেও কোন কর্মকর্তা বা পরীক্ষার্থীদ্বয়কে কোন প্রকার সংবাদ দেওয়া হয় নাই। গত ২৫।৩।৮৯ তারিখ বিকাল ২-০০ ঘটিকায় পরীক্ষার্থিগণ যথারীতি সমাজ বিজ্ঞান ১ম পত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং তাহাদেরকে উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়। পরীক্ষা প্রায় ১ ঘন্টা চলার পর তাহাদেরকে অফিসে ডাকিয়া আনিয়া জানানো হয় যে, গত ২০।৩।৮৯ তারিখে অনুষ্ঠিত তাহাদের সাধারণ গণিতের উত্তরপত্র পাওয়া যায় নাই বিধায় তাদেরকে বহিষ্কার করা হইল। উপস্থিত কর্মকর্তাদের মধ্যে কেহ কেহ বিষয়টির প্রতিবাদ করেন এবং বিষয়টি পূর্ণ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত বহিষ্কার আদেশ স্থগিত রাখিয়া পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা চালাইয়া যাওয়ার জন্য সচিবকে অনুরোধ জানান। কিন্তু সচিব সকল আবেদন নাকচ করেন এবং পরীক্ষার্থীদেরকে বহিষ্কার করিয়া দেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষক ও উল্লেখিত তারিখে সংশ্লিষ্ট কক্ষের উত্তরপত্র সরবরাহ ও গ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা মোগরাপাড়া এইচ,জি,জি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলম খানের সাথে সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, গত ২০/৩/৮৯ তারিখে তিনি ২৪ নং কক্ষে সর্বমোট ৪৮টি খাতা সরবরাহ করেন এবং পরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষক জনাব রহমতুল্লা সহকারী শিক্ষক, কাইকার টেক নবাব হাবিবুল্লা উচ্চ বিদ্যালয় ও মোঃ আবদুস সবুর পাঠান, সহকারী শিক্ষক মোগরাপাড়া এইচ, জি, জি, উচ্চ বিদ্যালয়-এর নিকট হইতে ৪৮টি উত্তর পত্র বুঝিয়া পাইয়া পরীক্ষা কেন্দ্রের অফিসে কর্মরত শিক্ষকদের নিকট বুঝাইয়া দেন। সুতরাং তাহার মতে সেই দিন অর্থাৎ ২০-৩-৮৯ ইং তারিখে কোন উত্তরপত্র কম ছিল না বা হারানো যায় নাই। আলম খান আরো বলেন যে, এই ব্যাপারে গত ২৬।৩।৮৯ তারিখ পর্যন্ত মাননীয় কেন্দ্র সচিব তাহাকে কিছু জানান নাই বা তাহার নিকট হইতে কিছুই জানিতে চান নাই। উল্লেখ্য যে একজন পরীক্ষার্থী তাহার উত্তরপত্র সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষকের হাতে বুঝাইয়া দেওয়ার পর তাহার আর কোন দায়িত্ব থাকে না।

এমতাবস্থায় আমার বিদ্যালয়ের উল্লেখিত পরীক্ষার্থীদ্বয়কে কেন ও কোন রহস্যজনক কারণে এবং অবৈধভাবে বহিষ্কার ও নিরপরাধ দু'টি জীবনকে এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইল তাহা জানিতে চাই।

মোঃ আবদুস সালাম
হোসেনপুর এস পি ইউ উচ্চ বিদ্যালয়,
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।